অর্ধাঙ্গী

বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন

লেখক পরিচিতি

✪ ১৮৮০ সালের ৯ ডিসেম্বর রংপুর জেলার মিঠাপুকুর থানার পায়রাবন্দ গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।
✪ ১৯৩২ সালেন ৯ ডিসেম্বর মারা যান।
✪ শিক্ষা জীবন: পারিবারিক বাধা-নিষেধ সত্ত্বেও বড় ভাই ও বোনের উৎসাহ ও যত্নে বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় পারদর্শি হন।
✪ বিবাহ: বিহারের ভাগলপুর অধিবাসী খান বাহাদুর সৈয়দ সাখাওয়াত হোসেনের সাথে (১৮৯৮)।
✪ সাহিত্যের ময়দানে প্রবেশ ১৯০২ সালে কলকাতার নবপ্রভা পত্রিকায় 'পিপলস মহরম' নামে তাঁর একটি রচনা প্রকাশিত হয়।
✪ অসাধারণ কীর্তি: মুসলিম মেয়েদের শিক্ষার জন্য স্কুল প্রতিষ্ঠা।
✪ প্রথম স্কুল প্রতিষ্ঠা: ১৯০১ সালের ১লা অক্টোবর মাত্র পাঁচজন ছাত্রী নিয়ে বিহারে 'সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস স্কুল' প্রতিষ্ঠা।
✪ সমাজ সেবা ব্রত হলেও তিনি কলম ধরেছেন: সমাজ জাগানোর লক্ষ্যে।
✪ তাঁর জীবন শুরু হয়েছিলো অন্তঃপুরবাসিনী অবস্থায়।
✪ সমকালীন কোনো কবি-সাহিত্যিক তাঁর মতো ছিলেন না। তিনি ছিলেন এমনই অদ্বিতীয় রচনার অধিকারী।
✪ উপাধি: মুসলিম নারী জাগরণের অগ্রদূত।
✪ তাঁর রচিত শ্রেষ্ঠ কাব্যগ্রন্থ: মতিচুর।
✪ লেখক নাম: মিসেস আর এস হোসেন।
✪ তাঁর রচিত সর্বশেষ রচনা: নারীর অধিকার।
✪ তাঁর নেতৃত্বে সংগঠিত নারীবাদী সংগঠন: আঞ্জুমানে খাওয়াতীনে ইসলাম।

প্রবন্ধ সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাদি-

✪ 'অর্ধাঙ্গী' প্রবন্ধটি সর্বপ্রথম প্রকাশিত হয়: নবনূর (১৩১১), আশ্বিন সংখ্যা।
✪ 'অর্ধাঙ্গী' প্রবন্ধটি নেওয়া হয়েছে: বেগম রোকেয়ার 'মতিচুর' (১ম খন্ড) প্রবন্ধ গ্রন্থ থেকে।
✪ প্রবন্ধটিতে তুলে ধরা হয়েছে উনিশ শতকের শেষ ও বিশ শতকের শুরুর মুসলিম সমাজে নারীদের অবনতির চিত্র।
✪ নারীদের অবনতির জন্য বেগম রোকেয়া দায়ী করেছেন: পুরুষদের সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি।
✪ বেগম রোকেয়া রচনাটিতে অবলম্বন করেছেন অবৈপ্লবিক পন্থা।
✪ এই রচনাটি তিনি লিখেছেন: আবেগ ও যুক্তির সাথে।
✪ সমাজের উন্নয়নের জন্য পুরুষের পাশাপাশি নারী জাগরণের বিকল্প নেই।

EDULECTURE LEARN SMART. GROW FASTER.

✪ যুক্তি প্রধান লেখার উদ্দেশ্য থাকে: পাঠকের প্রত্যয় ও বিশ্বাস জাগানো।

✪ যুক্তি দুই প্রকার। মূল যুক্তি ও আনুষাঙ্গিক বা সহায়ক যুক্তি।

✪ যুক্তিপ্রধান রচনা তর্ক বিতর্কের মতো নয়।

✪ যুক্তি প্রধান রচনার বৈশিষ্ট্য মোট: ৫টি।

✪ রচনায় তিনজন লেখকের গ্রন্থের সহায়তা নেওয়া হয়েছে।

১. ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (বোধোদয়, ১৯৫১),

২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (নবদম্পতির প্রেমালাপ, ৯ লাইন)

৩. লেখকের নিজের গ্রন্থ (স্ত্রীজাতির অবনতি)।

✪ রচনায় দেবীর নাম আছে দুটি। কালী ও শীতলা। এরা রাক্ষস প্রকৃতির দেবী।

✪ কোনো রোগের চিকিৎসা করতে হলে প্রথমে রোগের অবস্থা জানা আবশ্যক।

✪ আমাদের দাসত্ব নামে একটা রোগ আছে- একথা বেগম রোকেয়া বলেছেন: 'স্ত্রীজাতির অবনতি' প্রবন্ধ গ্রন্থে।

✪ 'স্ত্রীজাতির অবনতি' প্রবন্ধ পড়ে পর্দা বিদ্বেষ ছাড়া আর কোনো কিছু না পেলে মনে করতে হবে: লেখিকা ঠিকমতো নিজের মনোভাব প্রকাশ করতে পারেন নি বা পাঠক ঠিকমতো প্রবন্ধটি পড়েন নি।

✪ যে প্রবন্ধে প্রায় সব নারীজাতির আলোচনা করা হয়েছে: 'স্ত্রীজাতির অবনতি' প্রবন্ধ গ্রন্থে।

✪ কোনো একটা নূতন কাজ শুরু করলে সমাজ প্রথমে গোলযোগ করে পরে তা মেনে নেয়।

✪ পার্সি মহিলারা প্রথমে ছাতা ব্যবহারের অধিকারিণী ছিলো না।

✪ পার্সি পুরুষরা মেয়েদের ঘরের বাহিরে বের করেছিলো বিলেতী সভ্যতার অন্ধ অনুকরণে।

✪ পুরুষের কথায় পর্দা ত্যাগ বা গ্রহণ কখনোই প্রশংসনীয় নয়।

✪ নারী আপন স্বত্ব-স্বামিত্ত বুঝে নিয়ে নিজেকে পুরুষের চাইতে শ্রেষ্ঠ মনে করবে এটাও বাহ্যিক পাগলামি বৈ কি।

✪ নারীকে শিক্ষা দেবার লক্ষ্যে গুরুরা উদাহরণ দেখান: সীতাকে।

✪ সীতা ছিলেন: রামচন্দ্রের অর্ধাঙ্গী, রাণী, প্রনয়িণী এবং সহচরী।

✪ সীতার সাথে রামের ব্যবহার প্রকাশ পায় পুতুলের সাথে বালকের ব্যবহারের মতো।

✪ হস্তপদ থাকা সত্ত্বেও কুশপুত্তলিকা অচেতন পদার্থ।

✪ আক্ষেপের বিষয়: বেগম রোকেয়া চিত্রকর নন।

✪ সীতার অনুভব শক্তি বুঝে কাজ করতে গেলে রামচন্দ্র তার পূর্ণ স্বামিত্ব খাটাতে পারতো না। Ody

✪ কালী-শীতলা এগুলো সব রাক্ষস প্রকৃতির দেবী।

✪ কথায় কথায় স্ত্রীকে অংশিনী বা উত্তমার্ধ বলা হয়েছে: ইংরেজি ভাষায়।

✪ রাজ্যশাসনের রীতিনীতি সুক্ষ্মভাবে রয়েছে: গার্হস্থ্যের বিষয়াবলিতে।

✪ শাস্ত্রকারগণ গার্হস্থ্যের বিষয়টিকে কল্পনা করেছেন মস্তকস্বরূপ। পতি ও পত্নীকে কল্পনা করেছেন তার অঙ্গস্বরূপ।

✪ ভারতবাসী উন্নতির পথে অগ্রসর হতে পারছে না: শকটের চাকা ছোট-বড় হওয়ার কারণে।

✪ নারীদের আলাদা করে রেখেছে সমাজের বিধি-ব্যবস্থা।

✪ আপাদমস্তক নিরীক্ষণের জন্য বৃহৎ দর্পণটি আছে: পূর্বদিকে।

✪ 'নবদম্পতির প্রেমালাপ' কবিতার যে কয় লাইন উদ্ধৃত করা হয়েছে নয় লাইন।

✪ কবিতাটির মূলভাব: স্ত্রী স্বামীর উপযুক্ত সহচারি না হওয়ার শিক্ষা।

✪ সচরাচর কন্যাদের বিদ্যার দৌড় ঈশ্বরচন্দ্রের লেখা শিশুপাঠ্য 'বোধোদয়' পর্যন্ত।

✪ মায়ের শিক্ষা না থাকার কারণে অনেক শিক্ষিত সন্তানের মেধা মায়ের সাথে রান্নাঘরেই ঘুরিতে থাকে।

EDULECTURE
LEARN SMART. GROW FASTER.

✪ যারা কন্যার ব্যায়াম অনাবশ্যক মনে করে দৌহিত্রকে হৃষ্টপুষ্ট দেখতে চান তাহারা মূলত গোলাপ গাছে কাঁঠাল ফলাইতে চান।

✪ স্ত্রী শিক্ষার যথেষ্ট সুবিধা আছে: খ্রিস্টিয়ান সমাজে।

✪ খ্রিস্টান সমাজে নারী আপন স্বত্ব ষোল আনা ভোগ করিতে পারে না মানসিক দাসত্বেও কারণে।

✪ মুসলমান সমাজে নারীরা পুরুষের অর্ধেক উত্তারাধিকারের দিক থেকে।

✪ আমরা নারী 'নজম-উল-ওলামা' দেখতে চাই: সাহিত্যগগণে।

✪ উত্তারিধাকার সম্পত্তিতে কন্যা পুত্রের অর্ধেক ভাগ পাইবে বিষয়টি কেবল পুস্তকেই সীমাবদ্ধ।

✪ পিতার স্নেহ, যত্ন এগুলো সব অপার্থিব সম্পত্তি।

✪ ছেলের জন্য যেখানে চারজন শিক্ষক নিযুক্ত করা হয় সেখানে মেয়ের জন্য দুই জন শিক্ষিকা রাখা হয় না।

✪ অতি আদুরে কন্যাদের শিক্ষার দৌড় হাফেজা হওয়া পর্যন্ত।

✪ টিয়াপাখির মতো আবৃত্তি করা হয় কুরআনের শব্দগুলোকে।

✪ জগতে যখনই অন্যায়-অনাচার বেড়েছে তখনই পয়গম্বর এসে দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন করিয়াছেন।

✪ বালিকাদের ঠিকমতো বঙ্গভাষা শিক্ষা দেয়া হয় না বঙ্গদেশে।

✪ মুহাম্মদ (সাঃ) কেবল বিধান প্রবর্তন করেই ক্ষ্যান্ত হন নি: স্বয়ং কন্যা পালন করে দেখিয়েছেন।

✪ মা কোনো পক্ষপাতিত্ব করেন না তবে আল্লাহ কিভাবে পক্ষপাতিত্ব করবেন?

✪ জীবনের প্রয়োজনে রান্না করা-সেলাই করা শিখা উচিত: তাই বলে জীবনটা রান্নাঘরের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখা উচিত না।

✪ মেয়েরা পিছনে পড়ে আছে পুরুষের মতো সুশিক্ষা না পাওয়ার কারণে।

✪ মেয়েদের উন্নতির চরম সীমা হলো: সলমা-চুমকির কারুকার্য আর উলের জুতা-মোজা ইত্যাদি তৈরি করা।

✪ মেয়েরা পুরুষদের শ্রেষ্ঠ মনে করে কারণ মেয়েরা শৈশব থেকেই নিজেদের নিন্দা শুনে আসছে।

✪ ছেলেদের দোষ ক্ষমা করে অন্যায় প্রশংসা করা হয় হাজার হোক ব্যাটা ছেলে বলে।

✪ বেগম রোকেয়ার প্রবন্ধটির মূল উদ্দেশ্য: শিক্ষার অভাবে মেয়েরা পিছে পড়ে আছে- তা নিজে বোঝা এবং অপরকে বোঝানো।

✪ ভারতে দুই প্রকারের লোক অলস ভিক্ষু আর ধনবান।

✪ দশ জন রমণী একত্রিত হলে আপন আপন অর্ধাঙ্গের নিন্দা বা প্রশংসা করে বেড়ায়। আবশ্যক হলে তাদের মধ্যে কোন্দলও চলে।

✪ বেগম রোকেয়া আশা করেন: 'স্বামীর' স্থলে 'অর্ধাঙ্গ' শব্দটির প্রচলন হবে।

✪ প্রবন্ধে ব্যবহৃত উর্দু বাক্য মাৎ মারো! চোট লাগা হ্যায়!!....কায় মারতা থা? হাম নালিশ করোগা!

✪ ব্যবহৃত ফার্সি বাক্য: 'কারিমা ববখশা এ বরহালে মা।'

✪ "আমাদের সাংসারিক জীবনটা দ্বিচক্র শকটের ন্যায়"-একথাটি বলে: শুক্লকেশ বুদ্ধিমানগণ।

✪ হস্তপদ থাকা সত্ত্বেও কুশপুত্তলিকা অচেতন পদার্থ।

✪ হাজার হোক ব্যাটা ছেলে বলিয়া ছেলেদের দোষ ক্ষমা করে অন্যায় প্রশংসা করি।

✪ "স্ত্রী লোকের উচ্চশিক্ষার প্রয়োজন নেই"- একথা অনেক পুরুষ বলে সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গির কারণে।

✪ স্বামী যখন পৃথিবী থেকে সূর্য-নক্ষত্রের দূরত্ব মাপেন: স্ত্রী তখন বালিশের কভার সেলাইয়ের জন্য মাপেন।

✪ স্বামী যখন সৌরজগতে বিচরণ করেন ও ধুমকেতুর গতি নির্ণয় করেন: স্ত্রী তখন রান্নার জন্য চাল-ডাল মাপেন।

✪ স্বামী যখন ঋণের জালে দায়গ্রস্ত থাকেন: স্ত্রী তখন নতুন টুপি বানানোর চিন্তায় থাকেন।

✪ স্ত্রীর যেখানে না যাওয়া ভালো সূর্যমণ্ডলে। সেখানে যাওয়ার আগেই স্ত্রী উত্তাপে বাষ্পীভূত হয়ে যেতে পারে।

✪ অনেকের মতে স্ত্রীদের জন্য যথেষ্ট: চর্ব্যচূষ্য রাধিতে পারা, সেলাই করতে পারা, দুই-চারটা উপন্যাস পড়তে পারা।

EDULECTURE
LEARN SMART. GROW FASTER.

✪ সন্তান পৃথিবীতে আগমন করে মাতার দোষ-গুণ নিয়ে।

✪ অনেক সন্তান এফ.এ ও বি.এ পাশ করে শিক্ষকের বেত্রতাড়নায় ও কণ্ঠস্থ বিদ্যার জোরে।

✪ শারীরিক দুর্বলতাবশত নারী জাতি অপর জাতির সাহায্য নির্ভর করে। তাই বলে পুরুষরা তাদের প্রভু হতে পারে না।

✪ জগতে দেখিতে পাই, প্রত্যেকেই প্রত্যেকের নিকট কোনো না কোনো প্রকার সাহায্য প্রার্থনা করে, যেন একে অপরের সাহায্য ব্যতীত চলিতে পারে না।

✪ অবলার হাতেও সমাজের জীবন-মরণের কাঠি আছে। যেহেতু "না জাগিলে এই ভারত ললনা, এই ভারত আর জাগিতে পারিবে না।"

✪ কেবল শারীরিক বলের দোহাই দিয়া অদূরদর্শী ভ্রাতৃ মহোদয়গণ যেন শ্রেষ্ঠত্বের দাবি না করেন।

✪ মানসিক উন্নতি করিতে হইলে হিন্দুকে হিন্দুত্ব বা খ্রিস্টানকে খ্রিস্টানি ছাড়িতে হইবে, এমন কোনো কথা নেই।

✪ আপন আপন সম্প্রদায়ের পার্থক্য রক্ষা করিয়াও মনটাকে স্বাধীনতা দেয়া যায়।

✪ ভদ্র মহিলার দল কর্তব্য অপেক্ষা অল্প কাজ করে।

গুরুত্বপূর্ণ শব্দার্থ ও টিকা-

অবলা জাতি = বলহীনা। এখানে নারীসমাজ অর্থে ব্যবহৃত।

অবরোধ প্রথা = অন্তঃপুরে লোকচক্ষুর আড়ালে মেয়েদের আটকে রাখার নিয়ম।

পার্সি = পারস্য, ইরানীয়।

বিলাতি সভ্যতা = পাশ্চাত্য সভ্যতা।

নাকের দড়ি = নাকাল ও বাধ্য করার অস্ত্র।

ছত্র = ছাতা।

বাতুল = পাগল, উন্মাদ।

স্বত্ব-স্বামিত্ব = অধিকার ও মালিকানা।

সীতা = রামায়ণে বর্ণিত মিথিলারাজ জনকের কন্যা ও রামচন্দ্রের স্ত্রী।

রামচন্দ্র = রামায়ণে বর্ণিত দশরথ ও কৌশল্যার পুত্র এবং সীতার স্বামী।

শুকুকেশ = শুভ্র বা সাদা চুল বিশিষ্ট, পক্কদেশ।

শকট = গাড়ি।

দর্পণ = আয়না।

শাস্ত্রকার = শাস্ত্র-রচয়িতা, প্রাচিন ধর্মগ্রন্থ প্রণেতা।

রাসভকর্ণ = গাধার কান।

ওয়াড় = লেপ-বালিশ ইত্যাদির আবরণ।

তুলাদণ্ড = দাঁড়িপাল্লা।

চর্ব্যচোষ্য = চিবিয়ে ও চুষে খেতে হয় এমন।

পয়জার = জুতা।

হাম নালিশ করে গা = আমি নালিশ করবো।

অপার্থিব = অবস্তুগত।

হিতৈষিতা = হিতকামনা, কল্যাণ সাধনের ইচ্ছা।

শমস-উল-ওলামা = জ্ঞানীদের মধ্যে সূর্য।

EDULECTURE
LEARN SMART. GROW FASTER.

নজম-উল-ওলামা = জ্ঞানীদের মধ্যে নক্ষত্র।

হাফেজ = সম্পূর্ণ কুরআন যার মুখস্থ।

তরঙ্গিনী = নদী।

কারিমা ববখশা এ বরহালে মা = হে আল্লাহ। আপনি আমাদের উপর দয়া করুন।

কাদম্বিনী = মেঘমালা।

সূত্রধর = ছুতার, কাঠের মিস্ত্রি।

তন্তুবায় = তাঁতি, তাঁত দিয়ে যে কাপড় বোনে।

চোগা = লম্বা ঢিলা বুক-খোলা এক ধরণের জামা যা চাপকানের উপরে পরা হয়।

EDULECTURE
LEARN SMART. GROW FASTER.